দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 22 JAN
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নোয়াখালীতে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন হারিয়ে গেছে কোন অজানা পথে

আনোয়ারুল হক আনোয়ার ঃ দীর্ঘ দুই যুগ পূর্বে নোয়াখালীবাসী একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু সেই প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত স্বপ্নেই থেকে গেছে। মেডিকেল কলেজ স্থাপনের লক্ষ্যে স্থান নির্বাচন এমনকি ভিত্তি প্রস্তর পর্যন্ত স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে আর এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর নোয়াখালী কিংবা লক্ষ্মীপুরে একটি সার কারখানা স্থাপনের কথা ছিল। কিন্তু সেটাও অজানা পথে হারিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত নোয়াখালীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রকল্প ফাইলটিও এখন বোধ হয় হারিয়ে গেছে। ফলে নোয়াখালীবাসীদের দুর্ভাগাই বলতে হবে। অথচ স্বাধীনতার পর থেকেই বিভিন্ন সরকারের আমলে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোতে নোয়াখালীর কৃতী সন্তানরা রয়েছে বা থাকেন। মূলত স্বাধীনতার পর নোয়াখালীতে তেমন কোন উন্নয়ন সাধিত হয়নি। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিল্প-কারখানার ক্ষেত্রে যতটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার সবগুলো সম্ভব হয়েছে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের শ্রমের ফসল হিসেবে। রায়পুরের রাখালিয়ায় নোয়াখালী টেক্সটাইল মিল কিংবা চৌমুহনীর পরিত্যক্ত কটন মিলটির এখনো স্থায়ী সুরাহা সম্ভব হয়নি।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশের কয়েকটি এলাকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যার আলোকে নোয়াখালী জেলাকেও এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর কয়েক মাস পর এ বিষয়ে সেমিনার এবং স্থান নির্বাচনের লক্ষ্যে একাধিক টীম কাজ শুরু করে। এতে সর্ব সিদ্ধান্তক্রমে নোয়াখালী সদর উপজেলার নোয়াখালী ইউনিয়নকে সম্ভাব্য স্থান হিসেবে নির্ধারণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পেশাজীবীরা মতামত প্রকাশ করে। কিন্তু এরপর থেকে নোয়াখালীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের ফাইলটি সম্মুখে আর অগ্রসর হয়নি বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে অনেকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। চলমান রাজনৈতিক হিসেব-নিকেশ করতে গেলে নোয়াখালীর ভোটাররা বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় জোটের পক্ষে রায় দিয়েছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে এমনকি বিগত ১৯৯১ সালেও বিএনপিকে ভোট দিয়েছে। বিগত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখানে জনসভায় তার দলের প্রার্থীদের ভোট প্রদানের মাধ্যমে কয়েকটি আসনে জয়ী করার আহবান জানান। কিন্তু নির্বাচনে এ জেলা থেকে আওয়ামী লীগ একটি আসনও পায়নি। সে নিরিখে বলতে হচ্ছে, নোয়াখালীবাসী শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নয়– জেলাবাসীর সার্বিক উন্নয়নে আরো কয়েকটি প্রকল্প স্থাপনের দাবী রাখে। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর দেশের অনেক অনুন্নত মহকুমা জেলায় রূপান্তরিত হয়ে শিল্প-কারখানা, যোগাযোগ, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সে তুলনায় নোয়াখালী অনেক পিছিয়ে আছে। স্থানীয় ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে রাজনৈতিক নেতাদের মিষ্টিমধুর বাণী শ্রবণ করতে গিয়ে জেলাবাসী এখন অতিষ্ঠ। তারা জেলার উন্নয়ন চায়। সে লক্ষ্যে এ জেলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হলে জেলাবাসীর দুঃখ কিছুটা হলেও লাঘব হবে। তাই নোয়াখালীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এখন সময়ের দাবী।